দৈনিক ইত্তেফাক

৪ ৭

MAR. 03 2003

JAN 13 2003

বইমেলা ও প্রসঙ্গভাবনা

প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসের প্রধান উৎসব বাংলা একাডেমীর বইমেলা। এই বৎসরও উহার অন্যথা হয় নাই। গত শুক্রবার বইমেলার সমাপ্তি দিবসে সকাল ১১টা হইতে রাত ৮টা পর্যন্ত বইমেলা চলার কথা বলা হইলেও রাত্রিকালে নির্ধারিত সময়ের পরও বইমেলা চালু থাকে। স্বভাবতই বিপুলসংখ্যক ক্রেতা ও দর্শকের ভিড়ে বাংলা একাডেমী ছিল জমজমাট। সন্ধ্যাবেলায় বাংলা একাডেমীতে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। অন্যান্য দিনের ন্যায় লেখককুঞ্জে মোড়ক উন্মোচনের হিড়িক পড়িয়া যায়। প্রকাশকগণের পক্ষ হইতে মেলার তারিখ বর্ধিত করার আবেদন জানান হইলেও তাহা হয় নাই।

বাংলা একাডেমীর এইবারের বইমেলায় স্টলের সংখ্যা ছিল ৪ শত। মোট ২৬৮ জন প্রকাশক ইহাতে অংশগ্রহণ করে। দীর্ঘ এক মাসব্যাপী অনুষ্ঠিত বইমেলায় নূতন বই প্রকাশিত হইয়াছে ১ হাজার ১২টি। প্রকাশনার দিক হইতে এইবারের বইয়ের মান পূর্বাপেক্ষা উন্নত। কাগজ ও মুদ্রণ সম্পর্কে সচেতনতার জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছে। তবে লেখার গুণগত মানের বিচারে এক সহস্র বইয়ের মধ্য হইতে উল্লেখযোগ্য একশত বই বাহির করা সম্ভব হইবে কিনা সন্দেহ। অনেক বইয়ের রচনার মান ছাপার হরফে প্রকাশের যোগ্য কিনা উহা লইয়া বিতর্ক থাকিতে পারে। তবে অধিকসংখ্যক পুস্তক প্রকাশের একটি ইতিবাচক দিকও আছে। প্রকাশনা শিল্পের জন্য বাংলা একাডেমীর বইমেলা একটি সাড়া জাগানো উদ্যোগ। বিশেষত লেখক ও পাঠকের মিলনক্ষেত্র হিসাবে বাংলা একাডেমীর বার্ষিক বইমেলার অবদান রহিয়াছে।

প্রকাশনাকে শিল্প হিসাবে উল্লেখ করা হইলেও আমাদের দেশে ইহা অদ্যাবধি শিল্প হিসাবে স্বীকৃত হয় নাই। অন্যান্য শিল্প যেরূপ সরকার হইতে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা পাইয়া থাকে, প্রকাশনার বিষয়ে উহার অভাব পরিলক্ষিত হয়। বইয়ের সংখ্যাধিক্য বলিলে উহা বিক্রয় বা প্রচারের সংখ্যাধিক্য বোঝায় না। মাত্র কয়েকজন হাতেগোনা লেখক ব্যতিরেকে গ্রন্থকার হিসাবে অর্থ উপার্জন খুব কম লেখকের ভাগ্যেই সম্ভব হয়। বাংলাদেশে পেশাদার লেখক হিসাবে জীবন ধারণ করেন এইরূপ লেখকের সংখ্যাও নিতান্ত কম। অধিকাংশ লেখকই কেবল পুস্তকটি প্রকাশিত হইলেই খুশী হন।

উল্লেখযোগ্য মানের বই বাংলা একাডেমীর বই মেলায় অধিক সংখ্যায় প্রচারিত হউক, ইহা সকলের কাম্য। সাধারণ পাঠকের মতে ভালো বই চিহ্নিত করা সুকঠিন। এই অবস্থায় বইমেলার প্রারম্ভে বা মধ্যসময়ে কিছু নির্বাচিত বইয়ের তালিকা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে পাঠকগণের পক্ষে বই নির্বাচনে সুবিধা হয়। বেষ্টসেলার হইলেই যে কোন বই উন্নতমানের হইবে এইরূপ কথা নাই। এইজন্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের তালিকাটি প্রণয়ন করিতে উহার গুণবিচারে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। পত্র-পত্রিকাগুলি নিজস্ব অভিমত অনুযায়ী এইভাবে একাধিক তালিকা পাঠককে উপহার দিতে পারেন।

বইমেলা প্রকাশনা শিল্পের জন্য ইতিবাচক ভূমিকা রাখিতেছে সত্য, তবে পাঠক সৃষ্টি বা ক্রেতা তৈরীতে কতখানি অবদান রাখিতে পারিতেছে, তাহা বিচার্য। আমাদের দেশে পাঠকের সংখ্যা খুবই সীমিত। বইমেলায় জনারণ্য দেখিয়া তাহাদিগকে ক্রেতা মনে করিয়া ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু ঐ ভিড় মূলত দর্শকের, ক্রেতা কিংবা পাঠকের নহে। পাঠক ও ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইলে বইয়ের মূল্য অবশ্যই সাধারণের ক্রয়সীমার মধ্যে রাখিতে হইবে।

ভালো বই, ভালো লেখক, ভালো প্রকাশকই কেবল ভালো পাঠক তৈরী করিতে পারে। বৎসরে কেবল একটি বা দুইটি বইমেলার আয়োজন করিয়া এই কার্যে সিদ্ধিলাভ করা যাইবে না। বৎসরের বাকী দিনগুলিও পাঠক সৃষ্টির জন্য প্রকাশককে প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে। ঢাকায় প্রকাশিত বইগুলি যাহাতে দেশের সর্বত্র পুস্তকালয়ে কিনিতে পাওয়া যায়, লাইব্রেরীগুলিতে যাহাতে পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী বই পড়িতে পাওয়া যায়, উহার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। এতদ্ব্যতীত দেশের বাহিরে বাংলা ভাষাভাষিদের জন্য বাংলা বই যাহাতে সহজলভ্য হয়, সেজন্য বই রফতানীর সহজ ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। প্রতি বৎসর ভারত হইতে যে পরিমাণ বই বাংলাদেশে আসে, উহার বদলে বাংলাদেশের বইও ভারতে যাওয়া উচিত। বিদেশে বই রফতানীর প্রক্রিয়া সহজসাধ্য হইলে প্রকাশনা শিল্পে নবদিগন্ত উন্মোচিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ■